ব্রয়লার পালন নির্দেশিকা

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা

ব্রয়লার পালন নির্দেশিকা

ডঃ মোঃ সালাহ্ উদ্দিন
দুলাল চন্দ্র পাল
পোল্ট্রী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ পশু সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা

ব্রয়লার পালন নির্দেশিকা

বি এল আর আই প্রকাশনা নং ৬০

প্রথম সংস্করণ ঃ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কপি

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা- ১৩৪১
ফোন ঃ ৯৩৩২৮২৭
ফ্যাক্স ঃ ৮৮ ০২ ৮৩৪৩৫৭
ই-মেইল ঃ dgblri@bangla.net

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
আমিনুল ইসলাম

আলোকচিত্রে ঃ
দেবব্রত চৌধুরী

মুদ্রণে ঃ
বাঁধন এন্টারপ্রাইজ
৪০১/এ দক্ষিন গোড়ান
ঢাকা

মুখবন্ধ

দেশের পুষ্টি ঘাটতি মোকাবেলায় এবং কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্রয়লার পালন একটি উত্তম পন্থা। দেশী মুরগির তুলনায় স্বল্প সময়ে অধিক মাংস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্রয়লার পালন করে একজন কৃষক আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে পারেন। আর্থিক অনটন ও অসচ্ছলতার কারণে কৃষক ভাইয়েরা উন্নত ব্যয়বহুল ব্যবস্থাপনায় ব্রয়লার পালনে অসামর্থ। অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে ব্রয়লার পালনে সফল না হওয়ায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। স্বল্প ব্যয়ে ও উন্নত ব্যবস্থাপনায় কার্য্যকরভাবে ব্রয়লার পালনের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান "ব্রয়লার পালন নির্দেশিকা" পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রকাশিত পুস্তিকাটি স্বল্প ব্যয়ে ও উন্নত ব্যবস্থাপনায় অধিকতর কার্য্যকরভাবে ব্রয়লার পালনের সহায়তা প্রদান করবে বলে আশা করি। আমাদের ব্রয়লার পালন নির্দেশিকা ব্যবহার করে সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকভাইয়েরা উপকৃত হলে আমাদের প্রয়াস সফল হবে।

ডঃ জাহাঙ্গীর আলম খান
মহাপরিচালক (চঃ দাঃ)
বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা

ব্রয়লার পালন নির্দেশিকা

পটভূমি

মাংসল জাতের মোরগ-মুরগী সংকরায়নে উৎপন্ন নরম মাংসওলা, মসৃণ চামড়া এবং সম্প্রসারিত বক্ষাস্থতি তরুণাস্তিযুক্ত ৬-৮ সপ্তাহ বয়সের স্ত্রী- পুরুষ উভয় প্রকার মাংস প্রদানকারী মোরগ - মুরগীকে ব্রয়লার বলা হয়। বাংলাদেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনা ও আবহাওয়ার প্রেক্ষাপটে ব্রয়লারের মাংস রূপান্তরের ক্ষমতা সাধারণত ২.০০-২.৭৫ঃ১ অর্থাৎ গড়ে ২.০০-২.৭৫ কেজি খাবার খেয়ে ১ কেজি মাংস উৎপাদনে সক্ষম। তবে উন্নত দেশে ব্রয়লারের খাদ্য থেকে মাংস রূপান্তরের অনুপাত ১.৮০-২.০০ঃ১। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রয়লার শুধুমাত্র মাংস উৎপাদনের জন্যই প্রতিপালিত হয়।

ব্রয়লার পালনের পূর্বে করণীয় বিষয় সমুহ

১। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাচ্চা সংগ্রহের জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুস্থ উন্নতমানের বাচ্চা পাওয়া যায়।

২। বাচ্চা সংগ্রহের তারিখের এক সপ্তাহ আগে তাপানোর ঘরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যথা হোভার, চিকগার্ড, থার্মোমিটার, হাইগ্রোমিটার, খাবার পাত্র, পানির পাত্র ইত্যাদি সঠিক ভাবে স্থাপন করতে হবে। ব্রুডার/হোভার/চিকগার্ড থেকে ২-৩ ফুট দুরে রাখতে হবে। চিকগার্ড ও ব্রুডার/ হোভারের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে খাবার ও পানির পাত্র সমান দুরত্বে রাখতে হবে। দুইটি খাবার পাত্রের মাঝখানে একটি পানির পাত্র রাখতে হবে।

৩। স্বাভাবিক এবং যাতায়াতজনিত মৃত্যুর হার বিবেচনা করে ২% বেশী বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে।

৪। ঘর ও যন্ত্রপাতি জীবানুনাশক মিশ্রিত পানির সাহায্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে শুকাতে হবে।

৫। ঘরের মেঝে ছত্রাকমুক্ত রাখর জন্য ছত্রাক নাশক বিছানাতে ছিটাতে হবে। বাচ্চা লিটার (তুষ বা কাঠের গুড়া) খেতে পারে সে জন্য বিছানার উপর পানি শোষন ক্ষমতা সম্পন্ন কাগজ (খবরের কাগজ/ চট) বিছিয়ে দিতে হবে।

৬। ঘরের দরজার সামনে পায়ের তলা ভিজানোর জন্য জীবানুনাশক মিশ্রিত পানি রাখতে হবে।

৭। তাপাধারের নীচে ৩২-৩৫° তাপ থাকে কিনা তা থার্মোমিটারের সাহায্যে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

ব্রয়লার ব্যবস্থাপনা

ব্রয়লার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাচ্চা সংগ্রহ, বাচ্চা তাপানো (ব্রুডিং), নিরাপত্তা ও আরামের জন্য আবাসস্থান, খাদ্য সরবরাহ, পানি সরবরাহ, টিকা প্রদান, স্বাস্থ্য রক্ষা, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করনের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা আবশ্যক।

বাচ্চা গ্রহনের প্রথম দিনে করনীয় বিষয়

বাচ্চা ঘরে আনার সাথে সাথে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাক্স থেকে বের করতে হবে। পানির সাথে গ্লুকোজ এবং ভিটামিন মিশ্রিত করে সরবরাহ করতে হবে। প্রথম ২৪-৩৬ ঘন্টা কোন খাবার না দিলেও কোন অসুবিধা হবে না তাই খাদ্য প্রদানের জন্য তড়িঘড়ি করার প্রয়োজন নেই। প্রথম তিন দিন মেঝেতে চট বা পানি শোষন ক্ষমতা সম্পন্ন মোটা কাগজের উপরে অথবা প্রয়োজনীয় আকার আকৃতির চিক ফিডারে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। খাবার খেতে অভ্যাস করানোর জন্য মাঝে মাঝে ২/১ টি গোলাকার খাবার পাত্র ও পানির পাত্র দেয়া যেতে পারে। প্রথম ২/৩ দিন বাচ্চাদের সুত্রায়িত খাবার তৈরী করে মেঝেতে ছিটিয়ে খাওয়ানো আবশ্যক। বিদ্যুৎ বিভ্রাটজনিত কারনে আলো বা তাপ সরবরাহ বন্ধ

হয়ে গেলে সাথে সাথে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কেরোসিন বাতি বা গ্যাসের বাতি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে সাবধাণতা অবলম্বন বাঞ্চনীয় যাতে আগুন ধরে না যায় এবং ঘরে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে না যায়। জরুরী ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য ঘরে গ্লুকোজ স্যালাইন, ভিটামিন মিনারেল মিকচার এবং লিটার রাখতে হবে। প্রস্তুতকারক অথবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ মোতাবেক ম্যারেক্স, বি, সি, আর, ডি, ভি এবং গামবোরো টিকা দিতে হবে। পরিমিত মাত্রায় তাপ রক্ষা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য মেঝে থেকে ৫-৬ সেঃ (২ ইঞ্চি) উপরে একটি থার্মোমিটার ঝুলিয়ে রাখলে ভাল হয়।

সারণী ঃ ব্রয়লার মোরগ-মুরগীর ভেকসিনের নিয়মাবলী [১]

ক্রমিক নং	বাচ্চার বয়স (দিন)	ভ্যাকসিন	প্রয়োগ পদ্ধতি	মিশ্রন প্রনালী
১।	১-২	গামবোরো	১ চোখে ১ ফোটা	৭০৬, ১৫ সি সি ডিষ্টিল ওয়াটারের সাথে ভাল করে মিশিয়ে
২।	৫	ভাইরাল এইচ- ১২০	১ চোখে ১ ফোটা	ঐ
৩।	৬	বি,সি,আর, ডি, ভি	২ চোখে ২ ফোটা	৬ সি সি ডিষ্টিল ওয়াটারের সাথে ভাল করে মিশিয়ে
৪।	১১	গামবোরো + গামবোরোইফা	১ চোখে ২ ফোটা	বার ৭০৬, ১৫ সি সি ডিষ্টিল ওয়াটারের সাথে ভাল করে মিশিয়ে এবং গামবোরোইফা চামড়ার উপরে দিতে হবে।
৫।	১৮	বি,সি, আর, ডি, ভি,	২ চোখে ২ ফোটা	৬ সি সি ডিষ্ট্রিল ওয়াটারের সাথে ভাল করে মিশিয়ে
৬।	২১	গামবোরো	১ চোখে ২ ফোটা	বার ৭০৬, ১৫ সি সি ডিষ্ট্রিল ওয়াটারের সাথে ভাল করে মিশিয়ে
৭।	৩৫	ভাইরাল-এই- ১২০	১ চোখে ১ ফোটা	১৫ সি সি ডিষ্ট্রিল ওয়াটারের সাথে ভাল করে মিশিয়ে

[১] *যে কোন অনুমোদিত প্রস্তুতকারকের ভেকসিন নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে। ভেকসিন মিশ্রিত করার পর এক বারেই তা ব্যবহার করতে হবে। মিশ্রিত ভেকসিন ২ ঘন্টার অতিরিক্ত সময় রাখা যাবে না। প্রস্তুত কারকের পরামর্শ মোতাবেক গুনগতমান রক্ষা করতে হবে।*

বাচ্চা তাপানো (ব্রুডিং)

কৃত্রিম উপায়ে একসাথে অধিক সংখ্যক বাচ্চা তাপানো যেতে পারে। বাচ্চা সাধারনতঃ ৩-৪ সপ্তাহ তাপানো হয়। বৈদ্যুতিক বাল্ব, হিটার, গ্যাসের চুলা, তুষের চুলা এবং অন্যান্য তাপযন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে তাপ দেয়া যেতে পারে। বাচ্চা পালন পদ্ধতি, আবহাওয়া এবং দৈহিক বৃদ্ধির উপর তাপানোর মেয়াদ নির্ভরশীল। আমাদের দেশে শীতকালে ৪-৫ সপ্তাহ এবং গ্রীষ্মকালে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত তাপানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারনতঃ বাচ্চা তাপানোর ঘরে নিম্ন বর্ণিত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনে রাখা উত্তম। বাচ্চা তাপানো অবস্থায় তাপানো যন্ত্রের নিচে বাচ্চা প্রতি ১৭-১৮ সেঃ মিঃ এবং বেষ্টনির ভিতর ০.০৫ বঃ মিঃ জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ব্রয়লারের বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা
০-১	৯৫° - ৯০° ফাঃ
১-২	৯০°- ৮৫° ফাঃ
২-৩	৮৫° - ৮০° ফাঃ
৩-৪	৮০° - ৭৫° ফাঃ

বাসস্থান

ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্য মোরগ-মুরগীর ঘরের ন্যায় ব্রয়লারের ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও আরাম দায়ক পরিবেশে কোলাহল মুক্ত স্থানে তৈরী করা প্রয়োজন। বাসস্থানের মেঝে পাকা হওয়া ভাল। অন্যথায় ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে বিছানা (লিটার) শুকনা রাখা সহজসাধ্য হয় না। ফলে ব্রয়লার বাচ্চা কক্সিডিওসিস রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে। পরিমিত মুক্ত আলো বাতাস সরবরাহের জন্য ২-২.৫ ফুট পাকা দেয়াল অথবা বাঁশের বেড়া এবং ২.৫- ৩.০ ফুট তার জাল বা বাশেঁর চটির জালের বেড়া থাকা আবশ্যক। সাধারনত প্রতিটি ব্রয়লারের জন্য শীতকালে ১ বর্গফুট এবংগ্রীষ্মকালে ১.৫ বর্গফুট মেঝের জায়গা থাকা প্রয়োজন। ব্রয়লারের দৈহিক বৃদ্ধির হার,ঘরের আকৃতি এবং পালন পদ্ধতির পেক্ষাপটে ঘরের মেঝের জায়গার পরিমান সামান্যতম কম বেশী হতে পারে। তাপমাত্রার সাথে সাথে ব্রয়লারের ঘরে আপেক্ষিক আর্দ্রতার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ব্রয়লারের ঘরে ৬০-৭০ % আদর্শ আপেক্ষিক আর্দ্রতা আবশ্যক। এই আর্দ্রতায় বিছানা শুকনা থাকে, ভালভাবে পালক গজায় এবং ব্রয়লারের দৈহিক বৃদ্ধি আশানুরূপ হয়। অধিক আর্দ্রতায় রোগ ব্যাধির প্রভাব বেশী হয়। প্রয়োজন সাপেক্ষে নিয়মিত জীবানুনাশক প্রয়োগ করে ব্রয়লারের ঘর জীবানুমুক্ত রাখতে হবে। ব্রয়লারের ঘরে সার্বক্ষনিক আলো সরবরাহ করা হয়। তবে দিনের মাঝামাঝি সময়ে আধা থেকে এক ঘন্টা ঘর আধাঁর রাখা উত্তম। এর ফলে ব্রয়লার সাময়িক বিশ্রাম নিয়ে যথাযথ ভাবে খাদ্য গ্রহন করে এবং আশানুরূপ দৈহিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ মোতাবেক পরিমিত পরিমানে আলো সরবরাহ করা যেতে পারে।

খাদ্য সরবরাহ

বাচ্চা অবস্থা থেকে বাজারজাতকরন পর্যন্ত ব্রয়লারকে সবসময় খাদ্য সরবরাহ করা হয়। ব্রয়লার প্রতিদিন যত পরিমান খাদ্য খেতে পারে তত পরিমান খাদ্য সরবরাহ করা উচিত। এতে অধিক হারে দৈহিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে আশানুরূপ হারে খাদ্যকে মাংসে রূপান্তরিত করতে পারে। ব্রয়লারের সুস্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সুষম খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রয়লারের খাবার ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে খাবারকে বয়স অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্রয়লার পালন শুরু থেকে চার সপ্তাহ যে খাবার খাওয়ানো হয় তাকে ষ্টারটার খাবার বা বেশন বলে। এ বয়সের রেশনে আমিষ এর অপেক্ষাকৃত পরিমাণ বেশী দেয়া হয়। কারণ এ সময় দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি সাধিত হয়। পরবর্তী বয়সের খাবারকে ফিনিসার খাবার বলা হয়। এই সময়ে সরবরাহকৃত খাবারে আমিষের পরিমান সামান্য কমিয়ে বিপাকীয় শক্তির পরিমান বাড়িয়ে দেয়া আবশ্যক। কারন দ্রুত হারে দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে মাংসের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য শরীরে চর্বি জমাতে বেশী শক্তি সমৃদ্ধ রেশন সরবরাহ করা হয়। সুষম খাবার হিসাবে ষ্টারটার রেশনে ২২-২৩% আমিষ এবং ২৯০০-৩০০০ কিলোক্যালরী শক্তি (প্রতি কেজিতে) এবং ফিনিসার রেশন ২০-২১% আমিষ এবং ৩১০০-৩২০০ কিলোক্যালরী বিপাকীয় শক্তি থাকা আবশ্যক। আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে ব্রয়লারের খাবারে পুষ্টি মাত্রার পার্থক্য হতে পারে। তবে সবসময় বাচ্চা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ মোতাবেক খাবারের পুষ্টি মাত্রা রক্ষা করা উত্তম। নিম্নের সারণীতে ব্রয়লারের সুষম ষ্টারটার এবং ফিনিসার খাবারের প্রতিটির নমুনা দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান (%)[১]	ষ্টারটার	ফিনিসার
	১-৪ সপ্তাহ	৫-৮ সপ্তাহ
গম	২৫.০০	২৩.০০
ভূট্টা	২৫.০০	২৫.০০
শুটকী মাছ	১৬.০০	১৪.০০
কুড়া	২০.০০	২৪.০০
তিলের খৈল	১০.০০	১০.০০
ঝিনুক	১.০০	১.০০
লবণ	০.৫০	৫.০০
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.৩০	০.৩০
সয়াবিন তৈল	২.০০	১.০০
আমিষ	২২.০০	২০.০০
বিপাকীয় শক্তি কিলো/কেজি	৩০০০	৩১০০

[১] *নমুনা সুত্রায়ন*

সারণী ঃ ব্রয়লারের ওজন ও খাদ্য গ্রহনের পরিমান।

বয়স (সপ্তাহ)	দৈহিক ওজন (গ্রাম/প্রতি ব্রয়লার)	খাদ্য গ্রহন (গ্রাম/ব্রয়লার/সপ্তাহ)
১	১০০-১১৫	৯০-১০০
২	২৩০-২৫০	১৭০-২০০
৩	৪২৫-৪৫০	৩০০-৩২৫
৪	৬৫০-৭২৫	৪০০-৪২৫
৫	৯০০-৯৫০	৫০০-৫৫০
৬	১২০০-১৩৫০	৬৩০-৬৭৫
৭	১৫০০-১৬৫০	৮০০-৮৫০
৮	১৭৫০-২৫০০	৯০০-৯৫০

আবহাওয়া, পালন পদ্ধতি, জাত-উপজাত এবং পুষ্টি সরবরাহের তারতম্য হেতু উপরের সারণীতে দেয়া ওজন ও খাদ্য গ্রহন অপেক্ষাকৃত কম/বেশী হতে পারে।

সার্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বিছানা পরিচর্যা ও টিকা প্রদান কর্মসুচী

জীবানুনাশক ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্রয়লার খামার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনা রাখতে হবে। ঘরের বিছানা সব সময় শুকনো ও ঝরঝরে রাখতে হবে। যথাসময়ে ব্রয়লার মোরগ-মুরগীকে টিকা ও কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করণ

স্বাস্থ্য সম্মত স্থানে হালাল পদ্ধতিতে জবাই করে সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। দৈহিক বৃদ্ধি এবং খাদ্য গ্রহনের হার বিবেচনা করে ব্রয়লার সাধারনতঃ ৮ সপ্তাহের মধ্যেই বাজারজাত করা হয়। তবে উন্নত দেশে বর্তমানে ৬-৭ সপ্তাহে বাজারজাত করা হয়। পূর্ব প্রস্তুতি মোতাবেক প্রয়োজন সাপেক্ষে পাইকারী এবং খুচরা ক্রেতাদের সাথে লাভজনক মূল্যে বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ রাখতে হবে।